যুগান্তর

তারিখ ০৮ JAN 201
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

আজকের 'এ'-'ও' লেভেল পরীক্ষা রাতে

পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

যুগান্তর রিপোর্ট

ইংরেজি মাধ্যমের এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের 'এ' এবং 'ও' লেভেল পরীক্ষার্থীরা আবারও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগছে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের এবারকার টানা অবরোধ আর হরতালের কারণে তাদের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় এ উদ্বেগ। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকেরা এ কথা জানিয়েছেন। ব্রিটিশ কারিকুলামে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এডেক্সেল বিশ্বব্যাপী লেখাপড়া করিয়ে থাকে। এর মধ্যে এডেক্সেলের জানুয়ারি সেশনে পরীক্ষা থাকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ৬ জানুয়ারি সোমবার এডেক্সেলের 'এ' এবং 'ও' লেভেল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আগামী

রাতে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

রাতে : লেভেল পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এ পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারিত রয়েছে। এতে বাংলাদেশে প্রায় ৭ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। জানা গেছে, সোমবার পরীক্ষা শুরু হলেও বিরোধী জোটের টানা হরতালের কারণে শিক্ষার্থীরা তাতে অংশ নিতে পারেনি। পরীক্ষাটি বাংলাদেশের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে নেয়া হয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে আজও বিরোধী জোটের সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরতাল রয়েছে। তবে এডেক্সেল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত না করে সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করেছে। সে অনুযায়ী সকালের পরীক্ষাটি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এবং বিকালের পরীক্ষাটি রাত পৌনে ১২টায় নেয়া হবে। ঢাকায় এ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ব্রিটিশ কাউন্সিলের মিডিয়া কমিউনিকেশন ম্যানেজার শাকিলা আজিম এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, ৬ জানুয়ারির পরীক্ষার তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি। এদিকে পরীক্ষা চলাকালীন সময় হরতাল বা অবরোধ না দেয়ার জন্য বিরোধী জোটের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা। এমনকি এ ব্যাপারে অনুরোধ জানাতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসভবনে গিয়েছিলেন 'এ' লেভেল পরীক্ষার্থীদের পাঁচ অভিভাবক। কিন্তু চেয়ারপারসনের সাক্ষাতের অনুমতি না থাকায় তারা দেখা করতে পারেননি। অভিভাবকেরা জানান, তাদের ছেলে-মেয়েরা এবারের 'এ' লেভেল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অবরোধের পাশাপাশি চলমান হরতাল পরিস্থিতিতে তারা উদ্বিগ্ন। এ বছর পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারলে তাদের ছেলে-মেয়েদের মূল্যবান একটি বছর নষ্ট হবে। তাই তারা বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, যাতে পরীক্ষার সময় ১৮ দল এ কর্মসূচি না দেয়। নাম প্রকাশ না করে বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, সরকারি এবং বিরোধী দল জনগণের কথা একেবারেই ভাবে না। তারা নিজ নিজ স্বার্থের জন্য রাজনীতি করে। কেউ ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে আর কেউ ক্ষমতায় যেতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করছে। আর এর শিকার হচ্ছেন সাধারণ জনগণ। তারা উভয় দলকে গণতান্ত্রিক আচরণ করার পাশাপাশি জনস্বার্থে নিজ নিজ আচরণ ও কর্মপন্থা নির্ধারণের আহ্বান জানান।

নাম প্রকাশ না করে কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, বিশ্বব্যাপী এ পরীক্ষার কোনো বিষয় যদি স্থগিত হয়ে যায়, তাহলে তা আবার সেই সেশনে দেয়া দুষ্কর। কেননা অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল থাকে না। ফলে তাদের এ পরীক্ষার জন্য পরের সেশনে অংশ নিতে অর্থ ব্যয় করে প্রস্তুতি নিতে হয়। এতে তারা উদ্যম হারিয়ে ফেলেন।